দৈনিক বাংলা

তারিখ 14/2/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

045

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: বুধবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৮৫ : ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯

সর্বস্তরে বাংলাভাষা

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে, অফিস-আদালতে শীগগীর ব্যাপকভাবে বাংলাভাষা প্রচলনের নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বত্র মাতৃভাষা প্রবর্তনের বাধাসমূহ অপসারণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে। এই পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার একটি অবশ্যকরণীয় জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। বাংলাভাষাকে স্ব-মর্যাদায় অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতির আবেগাপ্লুত দাবীর বাস্তবায়ন এখন ত্বরান্বিত হবে বলে স্বভাবতই আশা করা যায়।

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের জনগণ যে ঐতিহাসিক আন্দোলন করেছেন, যেভাবে জেল-জুলুম বরণ করে নিয়েছেন এবং বহু জীবন উৎসর্গ করেছেন, তা গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন ও ব্যবহার শুরু হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত: কিন্তু তা বিলম্বিত হওয়া জাতির পক্ষে শ্লাঘনীয় ব্যাপার নয় কিছুতেই। অতীতের অবহেলা এবং উদ্যোগের অভাব ব্যাপারটি বিলম্বিত হওয়ার জন্যে কম দায়ী নয়। দেশবাসী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংশ্লিষ্ট মহলের মন্থরগতি, কোন কোন ক্ষেত্রে অনীহা দেখে মর্মজ্বালায় জ্বলেছেন। যা হোক, সরকারের বর্তমান নির্দেশটি সবাইকে আশান্বিত করবে বলে আমরা মনে করছি। শুধু নির্দেশ জারি করাই যথেষ্ট নয়, নির্দেশটি কার্যকরী করাই বড় কথা। সরকারের এই নির্দেশ যথাযথভাবে ও দ্রুত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ, নির্দেশ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তাবিধান সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের জন্যেই অপরিহার্য।

গত কয়েক বছরে সরকারী কাজ-কর্মে বাংলাভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের বর্তমান নির্দেশ কেবল রাষ্ট্রীয় কর্মেই নয়, অন্যসব ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যবহার ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখছি। যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে এবং সুশৃংখলভাবে সর্বস্তরে বাংলা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও অর্থ বরাদ্দ করা হবে—এই আমাদের প্রত্যাশা।

বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা বলে যে কারণগুলি উল্লিখিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তেমন কোন বাধাই নয়। আসল বাধা হল, বাস্তব কর্মসূচী সমর্থিত সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের অভাব এবং নগণ্য সংখ্যক লোকের বিশেষ মানসিকতা ও জাতীয় ভাষার প্রতি এক ধরনের বিজাতীয় উন্নাসিকতা। এদের বাধা অগ্রাহ্য করে সর্বকর্মে বাংলা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত এবং উদ্যোগ নেয়া হলে পরিভাষা, টাইপরাইটার, সাঁটলিপি ইত্যাদির অভাব প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে না বেশিদিন। প্রয়োজনের তাগিদেই এসব উদ্ভাবিত হলে, সরবরাহ বাড়বে। পরিভাষার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে বাংলার প্রচলন বিলম্বিত করার পেছনে কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রয়োজনে প্রচলিত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হলে পরিভাষার অসুবিধা দূর হবে এবং তা বাস্তবোচিতও হবে।

মাতৃভাষার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার ত্বরান্বিত ও মসৃণ হোক—এই কাম্য।